দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ... NOV 1 3 1999 ..
পৃষ্ঠা ... কলাম

বেসরকারী পাঠাগারের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বই প্রসঙ্গে

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় রাজস্ব বাজেট হইতে প্রতি বৎসর সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন পাঠাগারকে অনুদান বরাদ্দ করিয়া থাকে। বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০% টাকার চেক জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র হইতে সংশ্লিষ্ট পাঠাগারের অনুকূলে প্রস্তুত করিয়া পাঠাগারের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে প্রেরণ করা হয়। বাকি ৫০% টাকার বই সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতি স্বাক্ষরসহ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে আসিলে তাহাদের বিক্রয় বিভাগ হইতে বই সরবরাহ করা হইয়া থাকে। পাঠাগারকে সহায়তা প্রদান শীর্ষক প্রকল্প সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাহার অধীনস্থ 'জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র'-এর মাধ্যমে সম্পাদন করে। উক্ত প্রকল্পের অধীন প্রথম পর্যায়ে ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন পাঠাগারকে অনুদান প্রদান করা হইয়াছিল। ৯৭-৯৮ অর্থ বৎসরে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫৩টি পাঠাগারকে উন্নয়ন বাজেট হইতে ১,৩৬,৪০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। জেলা পর্যায়ের পাঠাগারকে ১ লক্ষ টাকার চেক এবং ১ লক্ষ টাকার বইসহ মোট ২ লক্ষ টাকা উপজেলা পর্যায়ের পাঠাগারকে ৫০ হাজার টাকার চেক এবং ৫০ হাজার টাকার বইসহ মোট ১ লক্ষ টাকা এবং উপজেলা সদরের বাহিরে অবস্থিত পাঠাগারকে ২৫ হাজার টাকার চেক এবং ২৫ হাজার টাকার বইসহ মোট ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র উক্ত প্রকল্পের আওতায় আরও প্রায় চারশত পাঠাগারকে অনুদান প্রদান করিয়াছে। ইহার মধ্যে 'এ' শ্রেণীর পাঠাগারকে ১ লক্ষ টাকা, 'বি' শ্রেণীর পাঠাগারকে ৫০ হাজার টাকা এবং 'সি' শ্রেণীর পাঠাগারকে ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ দিয়াছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০% টাকার চেক ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক-এর ৩০-৬-৯৯ তারিখের স্বাক্ষরে প্রেরণ করা হইয়াছে। অনুদানপ্রাপ্ত পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদকের অনুকূলে উক্ত পরিচালকের ৩০-৬-৯৯ তারিখের স্বাক্ষর করা চিঠি ১৫-২০ দিন পূর্বে প্রেরণ করিয়া জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র হইতে অনতিবিলম্বে বই সরবরাহ লইতে বলা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পাঠাগারের অনুকূলে বরাদ্দকৃত টাকার বই পাঠাগারের প্রতিনিধি তাঁহার নিজের ইচ্ছামত জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের বিক্রয় বিভাগ হইতে বাছাই করিয়া নিবেন অথবা প্রতিনিধি তাঁহার চাহিদাকৃত একটি বইয়ের তালিকা বিক্রয় কেন্দ্রে প্রদান করিলে বিক্রয় বিভাগ সেই অনুযায়ী বইসমূহ বিভিন্ন প্রকাশনা হইতে সংগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিকে সরবরাহ করিবে। ৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন পাঠাগারের অনুকূলে বই সরবরাহের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, সকল প্রকাশক এবং লেখককে তাঁহাদের পুস্তকের চার ফর্দ তালিকা জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে জমা দিতে

হয়। যাহাতে বইয়ের মোট সংখ্যা ৭১৫টি এবং উক্ত তালিকা নির্বাচন কমিটির সভায় অনুমোদন করানো হয়। পরে ঐ অনুমোদিত বইয়ের তালিকার মধ্যে জনৈক প্রকাশনের কিছু বই অন্তর্ভুক্ত করিয়া বই সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রকাশকের নিকট হইতে ২৮-১০-৯৯ তারিখের মধ্যে বই সরবরাহ করিতে বলা হয়। প্রকাশকরা উক্ত তারিখের মধ্যেই বই জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে সরবরাহ করেন। অনুদানপ্রাপ্ত পাঠাগারসমূহকে আগামী ৩০-১১-৯৯ তারিখের মধ্যে বই নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেখা হইয়াছে। আরও উল্লেখ্য যে, পুস্তক তালিকায় প্রদর্শিত বইয়ের মূল্য ঠিক নাই। যেমনঃ বইয়ের বাজারমূল্য এক রকম কিন্তু তালিকায় প্রদর্শিত মূল্য অন্য রকম। আবার তালিকার মূল্য এক রকম কিন্তু গ্রন্থ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত বইয়ের চালানের মূল্য অধিক। এদিকে প্রকাশকবৃন্দ গত ৩১-১০-৯৯ তারিখে ৭১৫টি বইয়ের মধ্য হইতে ১৫ হাজার, ২৫ হাজার এবং ৫০ হাজার টাকার তিনটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে একটি আবেদন দাখিল করিয়াছে। যাহাতে তাহাদের তালিকার বাহিরে অন্য কোন বই পাঠাগারের প্রতিনিধি নিতে না পারেন। কিন্তু সরকারী টাকার অনুদান পাঠাগারের প্রতিনিধি তাঁহার নিজের পছন্দ মোতাবেক বই বাছাই করিয়া নিবেন ইহাই যুক্তিযুক্ত। প্রকাশকরা তাঁহাদের প্রস্তুতকৃত বইয়ের তালিকা পাঠাগারের উপর চাপাইয়া দিবে ইহা মানিয়া নেওয়া যায় না। আর পুস্তক নির্বাচন কমিটির তালিকা কেন বাদ দেওয়া হইল, তাহাও এক প্রশ্ন। এমতাবস্থায়, পাঠাগারের প্রতিনিধি যাহাতে নিজের পছন্দমত বই বাছাই করিয়া বরাদ্দকৃত অর্থের বই নিতে পারেন, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান,
সাধারণ সম্পাদক,
ইকবাল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী,
গ্রাম ঃ বাহেরচর,
ইউনিয়ন ঃ ক্ষুদ্রকাটি,
উপজেলা ঃ বাবুগঞ্জ,
জেলা ঃ বরিশাল।